

বিপিএটিসি প্রকল্পের আয়ুষ্কালীন ফলপ্রসূতা :

একটি ঘটনা সমীক্ষা

কাজী হাসান ইমাম *

১.১ প্রকল্পের আয়ুষ্কালীন ফলপ্রসূতা নিরূপণ পদ্ধতি

সত্তরের দশকের শেষভাগে বিশ্বব্যাঙ্কের Operation Evaluation Department বা OED প্রকল্পের আয়ুষ্কালীন ফলপ্রসূতা [Sustainability of Project(s)] পরিমাপনের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ পদ্ধতির অবতারণা করে। সাহিত্যগত দিক থেকে আয়ুষ্কালীন ফলপ্রসূতা হচ্ছে, “ভবিষ্যতে পর্যাপ্ত উৎপাদনের ধারা বহমান রাখার ক্ষমতা”।^১ সাধারণভাবে আয়ুষ্কালীন ফলপ্রসূতা বলতে প্রকল্পের আয়ুষ্কালীন ফলপ্রসূতাকেই নির্দেশ করা হয়। বিশ্বব্যাঙ্ক বিশেষজ্ঞদের মতে প্রকল্পের আয়ুষ্কালীন ফলপ্রসূতা হচ্ছে “the ability of a project to maintain an acceptable level of net flow of benefits throughout its economic life”^২ অর্থাৎ একটি প্রকল্পের সমগ্র অর্থনৈতিক জীবন ব্যাপী একটি গ্রহণযোগ্য মাত্রার নীট-উপকার প্রবাহ বিদ্যমান রাখার ক্ষমতাই উক্ত প্রকল্পের আয়ুষ্কালীন ফলপ্রসূতা নির্দেশ করে। OED কর্তৃক উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে একটি প্রকল্পকে তখনই টেকসই (sustainable) হিসেবে বিবেচনা করা যাবে, যখন প্রকল্পটির অর্থনৈতিক প্রত্যর্পণ হার বা Economic Rate of Return (ERR) প্রকল্প প্রণয়নকালে যা নির্ধারণ করা হয়েছিল, প্রকল্প সমাপ্তির পাঁচ বছর পরও একই হার বজায় থাকে বা বেশি হয়^৩। অর্থনৈতিক প্রত্যর্পণ হার ছাড়া OED পদ্ধতিতে প্রকল্পের আয়ুষ্কালীন ফলপ্রসূতা নিরূপণে আরো দু’টি অতিরিক্ত নির্দেশককে (factors/indicators) বিবেচনায় নেয়া

১ The World Bank. : Sustainability of Project : First Review Experience, Report No. 5718, June 1985. p. 1.

২ ibid. p. 11.

৩ Huda. A. T. M. Shamsul et al. Sustainability of Projects for Higher Agricultural Education : a case study of Bangladesh Agricultural University. BPATC Case Study Series. 1988, p.2.

* উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।

হয়েছে। প্রথমত, যে সকল প্রকল্পের অর্থনৈতিক প্রত্যর্পণ হার প্রাপ্তব্য নয়, বাস্তবায়িত প্রকল্পের প্রণীত উদ্দেশ্য অর্জনের মাত্রা দ্বারা উক্ত প্রকল্পসমূহের আয়ুষ্কালীন ফলপ্রসূতা নিরূপণ করা যেতে পারে। প্রকল্পের আয়ুষ্কালীন ফলপ্রসূতা নিরূপণের এ গুণগত পদ্ধতিতে প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট সম্পদ ও প্রযুক্তির ধারাবাহিক অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ (*continued operation and maintenance*), প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা এবং সামগ্রিক নীতি-পরিবেশ (*policy environment*) ইত্যাদিকেও সংযুক্ত করা হয়^৪। দ্বিতীয়ত, প্রকল্পের আয়ুষ্কালীন ফলপ্রসূতা নির্ধারণে 'প্রভাব মূল্যায়ন' পর্যায়ে একটি গ্রহণযোগ্য অর্থনৈতিক প্রত্যর্পণ হার থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এটাই একমাত্র এবং পর্যাপ্ত শর্ত নয়। কোন প্রকল্প 'প্রভাব মূল্যায়ন' পর্যায়ে টেকসই হিসেবে বিবেচিত হলেও সময়ের প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক প্রত্যর্পণ হার হ্রাস পেলে নিকট ভবিষ্যতে প্রকল্পটি অ-টেকসই হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। যা হোক, OED কর্তৃক ব্যবহৃত প্রকল্পের আয়ুষ্কালীন ফলপ্রসূতা নির্ণায়কের বহুবিধ সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সকল সেক্টরের প্রকল্পের আয়ুষ্কালীন ফলপ্রসূতা নিরূপণের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক প্রত্যর্পণ হার লাগসই মূল্যায়ন কৌশল হিসেবে বিবেচিত নয়। উদাহরণত, গ্রামীণ উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি সেক্টরের প্রকল্পগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক দক্ষতা বা ফলপ্রসূতা অর্জন নয়। উচ্চ অর্থনৈতিক প্রত্যর্পণ হার অর্জনকারী হওয়া স্বত্ত্বেও এ সকল সেক্টরের কোন প্রকল্প অর্থনৈতিক মেরুকরণ (*economic polarization*) সৃষ্টি করতে পারে, প্রকল্পের উদ্দিষ্ট গোষ্ঠীর (*intended beneficiaries*) পরিবর্তে শুধু সমাজের সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর উপকারে আসতে পারে^৫, এবং ফলত সমাজের বিপন্ন মানুষের বঞ্চার হার আরো বাড়িয়ে দিতে পারে। সামাজিক উন্নয়নের দৃষ্টিকোণে উদ্দেশ্য বিচ্যুত এসকল প্রকল্পকে কখনোই টেকসই হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শুধু অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ বিচারে প্রকল্পের আয়ুষ্কালীন ফলপ্রসূতা নিরূপণ করা সম্ভব নয়।

অন্যদিকে নির্ধারিত উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যেই গৃহীত প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ সংজ্ঞায়িত থাকে। এ কার্যক্রমসমূহকে কার্য-অনুকল্প বা *working hypo*

৪ Khan, Akbar Ali et. al : *Sustainability of Rural Development Project : a Case Study of Rural Development 1 Project, Bangladesh*. BPATC Case Study Series-4. 1988. p. 6.

৫ Hirschman, Albert O. : *Development Projects Observed*, (Washington D. C., Brooking Institution). 1967. p. 107.

thesis হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যদি কার্যক্রমগুলো সঠিক ও যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়, তা প্রত্যাশিত ফলাফল প্রদানে সক্ষম হবে বলে ধরে নেয়া যায়। এ দৃষ্টিকোণে নির্ধারিত উদ্দেশ্যাবলীর যথার্থ বাস্তবায়ন প্রকল্পের আয়ুষ্কালীন ফলপ্রসূতা নিরূপণের একটি অত্যন্ত কার্যকর পরিমাপক হিসেবে বিবেচিত^৬। কিন্তু বাস্তবত এ প্রক্রিয়ায় প্রকল্পের আয়ুষ্কালীন ফলপ্রসূতা নিরূপণে অনেক পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে। উদাহরণত অনেক প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলী বহুমাত্রিক, দ্বন্দ্বিক ও অস্পষ্টরূপে বিধৃত থাকে। সুতরাং শুধু প্রকল্প দলিলে লিপিবদ্ধ উদ্দেশ্যসমূহকেই প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলী হিসেবে নির্ভর করা না-ও যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রকল্পের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যসমূহকেও অনুধাবন করার প্রয়োজন রয়েছে। আবার কোন প্রকল্পের সকল উদ্দেশ্যকে সমভাবে গুরুত্ব দেয়া হয় না। সে জন্য সকল উদ্দেশ্য সমভাবে অর্জিতও হয় না। এক্ষেত্রে আয়ুষ্কালীন ফলপ্রসূতার সীমা-চিহ্ন অর্থাৎ উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জিত হলে প্রকল্পটিকে টেকসই বলা যাবে, তা নির্ধারণ করা খুবই দুরূহ। এছাড়া প্রকল্পের সকল উদ্দেশ্যের প্রায়শই সংখ্যাতাত্ত্বিক রূপান্তর সম্ভব হয় না।

১.২ বিপিএটিসি প্রকল্পের প্রেক্ষাপট

কোন প্রকল্পের আয়ুষ্কালীন ফলপ্রসূতা নিরূপণ করতে প্রকল্পটির প্রেক্ষাপট ও গুরুত্ব অনুধাবন করা প্রয়োজন। পরিকল্পিত অর্থনীতিতে জনপ্রশাসন বা লোক-প্রশাসনের গুরুত্ব অপরিসীম এবং তা উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অপরিহার্য সম্ভরণ (input) হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশের মত একটি দেশে আবশ্যিকভাবে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে একটি দক্ষ জনপ্রশাসন পদ্ধতি গড়ে তোলা দরকার। স্বাধীনতোত্তর বাংলাদেশে একটি সময়োপযোগী জনপ্রশাসন পদ্ধতির প্রয়োজন অনুভূত হয় দারুনভাবে, যেখানে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিদ্যমান প্রশিক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়ন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহের একটি হিসেবে বিবেচিত হয়^৭। এ বিবেচনাকে সামনে রেখে সত্তরের দশকে (১৯৭৮-৮০ মেয়াদে) লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ

৬ Huda, A. T. M. Shamsul et al. : *Sustainability of Projects for Higher Agricultural Education: a Case Study of Bangladesh Agricultural University*. BPATC Case Study Series. 1988. p. 3

৭ The World Bank. : *Bangladesh Staff Appraisal Report : Public Administration (Training, Personnel and Management) Project*. South Asian Projects Department. Education and Manpower Development Unit, The World Bank Report No. 4181-BD. 1983. pp. 3.6

কমপ্লেক্স প্রথম পর্যায় বা *Public Administration Training Complex Phase-I* নামে একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়^৮। এছাড়া আইডিএ'র অর্থায়নে “প্রশিক্ষণ চাহিদা জরীপ” বা *Training Needs Survey* বা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়; এবং এরই অনুক্রমে ১৯৮১ সালে ওয়াশিংটন ভিত্তিক লোক-প্রশাসন প্রতিষ্ঠান (আইপিএ) কর্তৃক পরিচালিত “প্রাক-বিনিয়োগ সমীক্ষা” বা “*Pre-Investment Study*”^৯ তে বিভিন্ন পর্যায়ের জনপ্রশাসকদের মধ্যে একটি অভূতপূর্ব সাফল্য-সঞ্জীবনী সঞ্চরণের উদ্দেশ্যে উদ্ভাবনীমূলকভাবে ভূতপূর্ব কোটা (*Civil Officers Training Academy*), নিপা (*National Institute of Public Administration*), বিএএসসি (*Bangladesh Administrative Staff College*) ও এসটিআই (*Staff Training Institute*) এ চারটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে একীভূত করে বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়^{১০}। মূলত পূর্বোক্ত প্রাক-বিনিয়োগ সমীক্ষার সুপারিশ অনুসারে কেন্দ্রের দ্বিতীয় পর্যায় প্রকল্প হাতে নেয়া হয়^{১০}। কেন্দ্রে বিদ্যমান ভৌত ও অবকাঠামোগত স্থাপনা এবং অন্যান্য সুবিধাদি মূলত দ্বিতীয় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় সৃষ্টি হয়। আইএমইডি'র মূল্যায়নে দেখা গেছে, এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে বেশ কিছু ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতা ছিল। এ কারণে আর্থিক ও গুণগত মান বিচারে প্রকল্পটি যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইতোমধ্যে ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছর থেকে তৃতীয় পর্যায় প্রকল্পের বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে।

সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক জনপ্রশাসন এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনপ্রশাসন সেক্টরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির

৮ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার. : “বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দ্বিতীয় পর্ব (সংশোধিত) প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন” আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১ এবং Anisuzzaman. M. et. al. : *Bangladesh Public Administration Training Centre Phase-II Project : An Evaluation*. BPATC. Savar. Dhaka. 1990. p.2.

৯ Institute of Public Administration. : *Pre-Investment Study of a Public Administration Training and Management Improvement Project in Bangladesh*. IPA 1717. Massachusetts Avenue. N. Y., Washington D. C., 20036. USA. 1981. pp. 13-14.

১০ Opcit. pp. 184-195. and Anisuzzaman. M. et. al.: *Bangladesh Public Administration Training Centre phase-II Project : An Evaluation*. BPATC. Savar. Dhaka. 1990. p. 2.

লক্ষ্যসমূহ দেশের দ্বিতীয় পরিকল্পনা দলিলে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে^{১১}। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের ধারণায়, সে সময়ে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা ছিল অত্যন্ত অপ্রতুল^{১২}। এজন্য জনপ্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে একীভূত করে সাভারস্থ বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) সৃষ্টি করা হয় এবং কর্মচারি পর্যায়ে এ প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ভূতপূর্ব বিভাগীয় সদরে চারটি আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (আরপিএটিসি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ভূতপূর্ব কোটা, নিপা ও বিএএসসি এ তিনটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের যথাক্রমে নবীন, মধ্য-সোপান ও উচ্চ-পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হ'ত। ১৯৮০ সাল থেকে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসকে একটি সমন্বিত ক্যারিয়ার সার্ভিস হিসেবে সৃষ্টি করা হয়^{১৩}। একই ধারণার আলোকে সিভিল সার্ভিসের সকল পর্যায়ের সদস্যদেরকে সমন্বিত প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৮০-৮৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য বিপিএটিসি দ্বিতীয় পর্যায় প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। একনেক (ECNEC) কর্তৃক প্রাথমিকভাবে ১৯৮১ সালে শুধু অভিন্ন সাধারণ সেবা সুবিধাদিকে সমন্বিত ব্যবহারের লক্ষ্যে একত্রিত করে উল্লিখিত তিনটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের স্বকীয়তা বজায় রেখে একই আঙিনায় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়^{১৪} এবং পরবর্তীতে বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা-জটিলতার কারণে অনুষদ, ষ্টাফ ও কর্মসূচির সামগ্রিক সমন্বয়ন (total integration of faculty, staff and programmes) চাহিদার আলোকে পূর্বোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয়ে বিপিএটিসি'কে একটি একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রূপদান করা হয়^{১৫}।

১১ Government of the People's Republic of Bangladesh. : *The Second Five Year Plan 1980-85*. Dhaka, 1980, Para 19.141.

১২ The World Bank. : *Bangladesh Staff Appraisal Report : Public Administration (Training, Personnel and Management) Project*. South Asian Projects Department, Education and Manpower Development Unit, The World Bank Report No. 4181-BD, 1983, P. 6.

১৩ ibid. p. 9.

১৪ হোসেন, সৈয়দ মকবুল ও অন্যান্য. : সাভারস্থ বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ডিজাইন, নির্মাণ ও ব্যয় সম্পর্কে তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পরিকল্পনা কমিশন, ১৯৯১, পৃ:- ২-৩।

১৫ ibid. p. 9

তৎকালীন বিশেষজ্ঞদের ধারণায়, লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ ততদিন পর্যন্ত অকার্যকর থাকবে, যতদিন পর্যন্ত না সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের মধ্যে একটি কার্যকর সংযোগ (*appropriate linkages*) সৃষ্টি করা এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষক তৈরি করা যায়^{১৬}। বিপিএটিসি সৃষ্টির একটি প্রচ্ছন্ন কারণ ছিল উপর্যুক্ত আন্তঃমন্ত্রণালয়/সংস্থাসমূহের মধ্যে কার্যকর সংযোগ স্থাপন করা। এজন্য বিভিন্ন পর্যায়ের জনপ্রশাসকদের মধ্যে নিবিড় মিথস্ক্রিয়া ও পারস্পরিক সংযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলোকেও একই প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা হয়।

১৯৮৪ সালে বিপিএটিসি সৃষ্টির পর থেকে দেশের জনপ্রশাসন কার্যক্রম এবং একইসাথে দেশের অর্থনীতিতে নানাবিধ পরিবর্তন এসেছে। সরকারের আয়তন ও কার্যক্রম বেড়েছে বহুগুণে। বাজার অর্থনীতির পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে একজন প্রশাসকের ভূমিকা আরো চ্যালেঞ্জমুখী হয়ে পড়েছে। সেজন্য জনপ্রশাসকদেরকে প্রচলিত আমলাতান্ত্রিক রীতির খোলস ছেড়ে এমন পরিবেশের মুখোমুখী হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, যেখানে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের আলোকে ব্যবস্থাপনা দক্ষতাকে গৃহীত নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পনা প্রণয়নের ধারা ক্রমশই জনগণের অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। প্রচলিত জন-উপযোগসমূহ (*traditional public utilities*) এখন বেসরকারি খাতে পরিচালিত হওয়ার পরিকল্পনা নেয়া হচ্ছে। বেসরকারিকরণ নীতিমালা ক্রমশই গুরুত্ব পাচ্ছে। একথা সত্য যে, মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রচলন আমলাতন্ত্রের আয়তন আপেক্ষিকভাবে কমিয়ে দিতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও উন্নয়ন সমস্যাকে অযুত দৃষ্টিকোণে বোঝার ক্ষমতা সম্পন্ন দক্ষ প্রশাসকের অনিবার্য প্রয়োজন রয়েছে।

প্রণীত প্রকল্প দলিলের বর্ণনামতে, পরিবর্তিত এ পরিস্থিতির ধারাবাহিকতায় কেন্দ্রের তৃতীয় পর্যায় প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রের সীমাবদ্ধতা ও সমস্যার আলোকে প্রয়োজনীয় হার্ড-ওয়্যার ও সফট-ওয়্যার উন্নয়নই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রের তৃতীয় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় মূলত হার্ডওয়্যার উন্নয়নের বিষয়গুলোকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১.৩ তাত্ত্বিক কাঠামো

বিপিএটিসি প্রকল্পটি জনপ্রশাসন সেক্টরের একটি “প্রশিক্ষণ-সেবা উৎপাদনকারী” প্রকল্প। প্রকল্প সমাপ্তির পর এর কার্যক্রমসমূহ রাজস্ব খাতে সরকারি অনুদানে বাস্তবায়িত হচ্ছে। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানটি ব্যাপক ভর্তুকি হারে (*extensive subsidized rate*) বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং ক্ষেত্র বিশেষে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে প্রশিক্ষণ সেবা বিতরণ করে যাচ্ছে। প্রকৃত বিচারে মুক্ত বাজারে বিপিএটিসি কর্তৃক উৎপাদিত বার্ষিক প্রশিক্ষণ সেবার আর্থিক মূল্যমান কত তা যেমন নিরীক্ষিত হওয়ার সুযোগ ঘটেনি, তেমনি বিপিএটিসি কর্তৃক উৎপাদিত বার্ষিক প্রশিক্ষণ সেবা মুক্ত বাজারে আদৌ বিক্রয়যোগ্য মান সম্পন্ন কি-না তাও পরীক্ষিত নয়। অন্যদিকে প্রদত্ত সেবার মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরে কি পরিমাণ উৎপাদনে সৃষ্টি হচ্ছে তা যেমন মূল্যমানে পরিমাপ করা দুরূহ, তেমনি জনপ্রশাসন বা অন্যান্য সেক্টরে সৃষ্ট উৎপাদনে কেন্দ্রের প্রশিক্ষণের অর্থনৈতিক প্রত্যর্পণ হার বা অর্থনৈতিক দক্ষতা সম্পর্কিত অন্য কোন গাণিতিক পরিমাপের মাধ্যমে বিপিএটিসি প্রকল্পের আয়ুষ্কালীন ফলপ্রসূতা নিরূপণ করা সম্ভব নয়।

সুতরাং OED কর্তৃক উদ্ভাবিত পদ্ধতি অনুসারে বিপিএটিসি প্রকল্পের আয়ুষ্কালীন ফলপ্রসূতা নিরূপণে প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের মাত্রাকে বিকল্প পরিমাপক হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু Warren ও Tolbert অত্যন্ত সঠিক ও চমৎকারভাবে যেমনটি তুলে ধরেছেন- “*Projects frequently undergo a metamorphosis of their economic, institutional and social features in the years following completion as they adjust to the local environment and to local capabilities, often in ways that were not foreseen*”^{১৭} এ দৃষ্টিকোণে শুধু প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের ক্ষমতা দিয়েই আয়ুষ্কালীন ফলপ্রসূতা নিরূপণ করা যায় না। সুতরাং আলোচ্য প্রবন্ধে বিপিএটিসি প্রকল্পের প্রেক্ষাপট ও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যাবলীও বিবেচনায় আনা হবে। Honadle ও VanSant উন্নয়ন প্রকল্পের আয়ুষ্কালীন ফলপ্রসূতার নির্ণায়ক বলতে প্রকল্পের ভৌত ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতাকে বুঝিয়েছেন^{১৮}। তাঁদের

১৭ Baum, Warren C. and Toolbar, Stokes M.. : *Investing in Development*. New York. Oxford University Press. 1985. p. 385

১৮ Khan, AKbar Ali et. al. : *Sustainability of Rural Development Project : a Case Study of Rural Development I Project, Bangladesh*. BPATC Case Study Series-4. 1988. p.9.

ভাষায় প্রকল্পের আয়ুষ্কালীন ফলপ্রসূতা হচ্ছে, “the percentage of project initiated goods and services that is still delivered and maintained five years past the termination of donor resources, the continuation of local action stimulated by the project and the generation of successor services and initiatives as a result of project built local capacity”^{১৯}

এ সমস্ত দিক বিচারে বিপিএটিসি প্রকল্পের আয়ুষ্কালীন ফলপ্রসূতা নিরূপণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত আটটি নির্ণায়কের আশ্রয় নেয়া হবেঃ (১) কেন্দ্রের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও তার ধারাবাহিক প্রকৃতি; (২) বর্ণিত উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নে বিপিএটিসি প্রকল্পের অর্জিত মাত্রা; (৩) প্রকল্পের প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্যাবলীর বাস্তবায়ন; (৪) কেন্দ্রের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা সৃষ্টির পর্যায়; (৫) কেন্দ্রের ভৌত ও অবকাঠামোগত সুবিধাদি সৃষ্টির পর্যায়; (৬) কেন্দ্রে বিদ্যমান সুবিধাদির ব্যবস্থাপনা দক্ষতা; (৭) কেন্দ্রের প্রাতিষ্ঠানিক স্থৈতিকতা (institutional potentiality) এবং (৮) সৃষ্টি, ফলপ্রসূ ও সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানে কেন্দ্রের চিহ্নিত সমস্যাগুলোর সমাধানের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এবং বিপিএটিসি’কে একটি ‘অনুপম কেন্দ্র’ হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন-প্রয়াসের বাস্তবতা।

সাধারণত প্রকল্পের আয়ুষ্কালীন ফলপ্রসূতা নিরূপণ করা হয় প্রকল্পে দাতা সংস্থার সহায়তা সমাপ্তির পাঁচ বছর পর। বিপিএটিসি’র কার্যক্রম শুরু হয়েছে ১৯৮৪ সালে অর্থাৎ প্রায় ১৩ বছর এবং কেন্দ্রের দ্বিতীয় পর্যায় প্রকল্প শেষ হয়েছে ১৯৯০ সালে (১৯৮০-৮৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পিত ছিল)। এদিক থেকে প্রকল্পটির আয়ুষ্কালীন ফলপ্রসূতা নিরূপণের জন্য এটি একটি উপযুক্ত সময়।

১.৪ সীমাক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ

চলতি সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিপিএটিসি প্রকল্পটির আয়ুষ্কালীন ফলপ্রসূতা বিশ্লেষণ করে দেখা। অর্থাৎ প্রকল্পটি আদৌ টেকসই কি-না বা টেকসই হলে তার নিবিড়তা বা প্রকৃতি কেমন ইত্যাদি খতিয়ে দেখা। সমীক্ষার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী হচ্ছে : (১) বিপিএটিসি প্রকল্পের ধারণাগত প্রেক্ষাপট ও তার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ; (২) কেন্দ্রের প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা, প্রাতিষ্ঠানিক স্থৈতিকতা এবং প্রয়োজন অনুসারে দক্ষ, ফলপ্রসূ ও সময়োপযোগী

১৯ Handle, George and VanSant, Jerry. : *Implementation for Sustainability : Lessons from integrated Rural Development*, Kumarian Press, West Hartford, 1985, p. 2.

লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ প্রদানের সক্ষমতা পরীক্ষা ও মূল্যায়ন করে দেখা : (৩) প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সেবা সম্প্রসারণে কেন্দ্রে বিদ্যমান সমস্যাসমূহকে চিহ্নিত করা; এবং (৪) বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ পদ্ধতির ফলপ্রসূতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়ন।

১.৫ পরিধি ও সীমাবদ্ধতা

একটি প্রকল্পের আয়ুষ্কালীন ফলপ্রসূতা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু চলতি সমীক্ষায় প্রকল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা হবে। যেমন, (১) যে প্রেক্ষাপট ও ধারণাগত উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকল্পটির জন্ম তা কতটুকু বাস্তবায়িত হচ্ছে; (২) প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যাবলী কতখানি অর্জিত হয়েছে; (৩) প্রকল্প সমাপ্তির পর বিপিএটিসি'র আর্থিক ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি; (৪) সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ সেবা প্রদানে কেন্দ্রের প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা সৃষ্টির পর্যায়; (৫) কেন্দ্রের প্রাতিষ্ঠানিক স্থৈতিকতার ধরন ইত্যাদি। এছাড়া সূচ্য ও সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানে এবং সর্বোপরি প্রতিষ্ঠানটিকে একটি “অনুপম কেন্দ্র” বা “Centre of Excellence” এ রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা ও সমাধানে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা।

আয়ুষ্কালীন ফলপ্রসূতা সম্পর্কিত পর্যালোচনার ক্ষেত্রে মূলত কেন্দ্রের দ্বিতীয় পর্যায় প্রকল্পকেই চলতি সমীক্ষার বিবেচনায় আনা হয়েছে। আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা আরপিএটিসি একটি পৃথক প্রকল্প। যদিও বিপিএটিসি'র প্রশিক্ষণ দায়িত্বের সাথে উক্ত প্রকল্পটি অত্যন্ত নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত, তথাপি বর্তমান সমীক্ষায় এ প্রকল্পটি অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে বিশ্লেষণের প্রয়োজনে ক্ষেত্র বিশেষে উক্ত প্রকল্পের সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে। এছাড়া অতি সম্প্রতি বিপিএটিসি তৃতীয় পর্যায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়েছে। যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে এ প্রকল্পটির পরিকল্পিত উদ্দেশ্যাবলী কতটুকু অর্জিত হবে তা এখনই বলা কঠিন। তবে কেন্দ্রের দ্বিতীয় পর্যায় প্রকল্পটির সীমাবদ্ধতার বিষয়গুলো এ প্রকল্পটিতে কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করে দেখা যাবে এবং প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ভবিষ্যৎ বিপিএটিসি'র স্বরূপ কি দাঁড়াবে সে ব্যাপারেও একটি ধারণা পাওয়া যাবে। জনপ্রশাসন সেক্টরের সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গাণিতিকভাবে প্রকল্পটির অর্থনৈতিক প্রত্যর্পণ হার নির্ণয় করার প্রয়াস নেয়া হয়নি।

সমীক্ষাটিতে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক উভয় উৎসের তথ্য ও উপাত্ত ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাথমিক উৎস থেকে যে তথ্য ও উপাত্ত পাওয়া গেছে

তা গৃহীত উত্তরদাতাদের দৃষ্টিভঙ্গির নির্দেশক মাত্র। তবে তা সমগ্রকের প্রতিফলন নাও হতে পারে।

২.০ বিপিএটিসি প্রকল্পের আয়ুষ্কালীন ফলপ্রসূতা বিশ্লেষণ

সমীক্ষাটির প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত প্রক্রিয়ায় ও পরিমাপকের সাহায্যে বিপিএটিসি প্রকল্পের আয়ুষ্কালীন ফলপ্রসূতা নিরূপণের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সঙ্গত কারণে মাধ্যমিক উৎসের উপাত্তকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

২.১ কেন্দ্রের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও তার ধারাবাহিক প্রকৃতি

প্রকল্প বিশেষজ্ঞদের মতে, কোন প্রকল্প সামাঞ্জিতে প্রকল্প চলাকালে দাতাসংস্থা প্রদত্ত বহিঃসম্পদ প্রবাহ প্রত্যাহৃত হলেও যদি প্রকল্প কার্যক্রম অনুরূপভাবে চলমান থাকে তবে তাকে টেকসই প্রকল্প বলা যায়^{২০}। এ হিসেবে বিপিএটিসি প্রকল্পটি একটি টেকসই প্রকল্প। কেননা, ১৯৯০ সালের জুলাই মাস থেকে দাতাসংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত বহিঃসম্পদ প্রবাহ প্রত্যাহৃত হলেও একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অভ্যন্তরীণ সম্পদ প্রবাহে সরকারি অনুদানে কেন্দ্রের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বিপিএটিসি অধ্যাদেশের ১৩ ধারা অনুযায়ী কেন্দ্র (ক) সরকারি অনুদান, (খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুদান, (গ) সরকারি ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ থেকে গৃহীত ঋণ, (ঘ) কেন্দ্রের নিজস্ব সম্পদ থেকে বিক্রয়লব্ধ আয় ও (ঙ) অন্যান্য উৎস থেকে আয় ইত্যাদি ক্ষেত্র থেকে তহবিল প্রাপ্ত হয়^{২১}। কেন্দ্রের এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তহবিলের উৎস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কেন্দ্র কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম মূলত সরকারি অনুদানে পরিচালিত হয়। তবে কেন্দ্রের নিজস্ব আয়ও বার্ষিক মোট প্রাপ্ত তহবিলের একটি অংশ হিসেবে বিবেচিত।

আবার কেন্দ্রের অনুকূলে প্রাপ্ত সরকারি অনুদানকে “বহিঃসম্পদ প্রবাহ” হিসেবে বিবেচনা করলে, সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে কেন্দ্র এখনো আর্থিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেনি। সে দিক থেকে একে টেকসই প্রকল্প হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। কিন্তু কেন্দ্র কর্তৃক উৎপাদিত “প্রশিক্ষণ সেবা” অতিমাত্রায় ভর্তুকি মূল্যে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে কোন প্রশিক্ষণ ফি নেয়া হয়না। অথচ তাদের দৈনন্দিন ভাতাসহ যাবতীয় প্রশিক্ষণ ব্যয় কেন্দ্র থেকে মেটানো হয়। উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যাগত কারণে কেন্দ্রের মোট প্রশিক্ষণ ব্যয়ের বেশিরভাগ অংশ শুধু বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের জন্য ব্যয়িত হয়। সুতরাং অর্থনৈতিক প্রত্যর্পণ হার বিবেচনায় প্রকল্পটির আয়ুষ্কালীন ফলপ্রসূতা পরিমাপ করা সম্ভব নয় বা গাণিতিক

২০ Honadle, George and VanSant, Jerry, opcit, p. 2.

২১ বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র . : বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৯৯৫-৯৬, সাতার, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ-২৮।

দৃষ্টিকোণে সম্ভব হলেও তা করাটা বাঞ্ছনীয় হবে না। কেননা সমাজ-প্রশাসন ও অর্থনীতির বিভিন্ন স্তরে বিতরণকৃত এ “প্রশিক্ষণ সেবা-পণ্য”র উৎপাদ কি বা কতখানি তা পরিমাপ করা অত্যন্ত জটিল ও দূরূহ। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পাঠক্রমে আমন্ত্রিত অতিথি বক্তাদের সম্মানী প্রদানের ব্যবস্থা আছে। সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অনুষ্ঠদদের সম্পৃক্ততাকে যদি অনুরূপ সম্মানীর হারে রূপান্তরিত করা যায়, প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য সম্প্রসারিত অন্যান্য সুবিধাকেও যদি একটি ন্যূনতম মূল্যমানে হিসাব করা হয়, তাহলে দেখা যাবে, মোট বার্ষিক ব্যয় থেকে কেন্দ্রের প্রকৃত বার্ষিক আয় অনেক বেশি হবে। সেক্ষেত্রে কেন্দ্র আর্থিক দিক থেকেও স্বয়ংসম্পূর্ণ বা টেকসই হিসেবে বিবেচিত হবে। অবশ্য কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সেবা মুক্ত বাজারে বিক্রয়যোগ্য মানসম্পন্ন কি-না তা নিঃসন্দেহে প্রশ্নাতীত নয়। তবে একথাটি শুধু অনুষ্ঠদদের জন্যই নয়, বিশেষজ্ঞ অতিথি বক্তাদের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ এজন্য দেশের প্রচলিত প্রশিক্ষণ সংস্কৃতি ও প্রশিক্ষণ কাঠামোই দায়ী।

আর একথা সত্য যে, সরকার প্রশাসনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে কেন্দ্রের কার্যক্রম পরিচালনার্থে প্রকল্প সমাপ্তির পরও অদ্যাবধি একটি নির্দিষ্ট ধারায় প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ সম্পদ প্রবাহ (সরকারি অনুদান) এখানে বিদ্যমান (সারণি-১) এবং অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে এর ব্যত্যয় ঘটান সম্ভাবনা কম।

সারণি-১ : বিপিএটিসি’র বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব, ১৯৮৩-৮৪ থেকে ১৯৯৬-৯৭ পর্যন্ত

বছর	আয়			ব্যয়	সমাপ্তি
	অনুদান	নিজস্ব আয়	মোট	ব্যয়	ব্যালাঙ্গ
১৯৮৩-৮৪	৪৯.৩৪	০.০৬	৪৯.৪০	১২.৪৫	৩৬.৯৫
১৯৮৪-৮৫	৬৯.০০	৪৮.২৪	১০৭.২৪	১০৬.৬২	০.৬২
১৯৮৫-৮৬	১৫৯.৭৫	০৬.৬৮	১৬৬.৪৩	১৬৬.৩৭	০.০৬
১৯৮৬-৮৭	১৭৩.০০	২০.২২	১৯৩.২২	১৮৯.৬২	৩.৭০
১৯৮৭-৮৮	২১৪.৫৬	২৫.১৬	২৩৯.৭২	২২৫.০৮	১৪.৬৪
১৯৮৮-৮৯	২৯৪.৬৬	২৫.৩৬	৩২০.০২	৩০৮.২৩	১১.৭৯
১৯৮৯-৯০	৩৩১.৩০	২৪.৬৫	৩৫৫.৯৫	২৫০.৭৭	৫.১৮
১৯৯০-৯১	২৬৯.৮১	২৩.৬৬	২৯৩.৪৭	২৮২.৪৬	১১.০১
১৯৯১-৯২	৩১৭.০০	২৩.৯২	৩৪০.৯২	৩৩৪.৯৭	৫.৯৫
১৯৯২-৯৩	৩৩৯.০	২৫.৫৯	৩৬৪.৫৯	৩৪৯.২১	১৫.৩৮
১৯৯৩-৯৪	৫০৪.১৬	৩৫.৫০	৫৩৯.৬৬	৪০৯.৯৪	১২৯.২২
১৯৯৪-৯৫	৩৬৮.৭৩	১৪৯.২৪	৫১৭.৯৭	৩৮৮.৪৫	১২৯.৫২
১৯৯৫-৯৬	৪২৯.৪৮	১৬৭.২০	৫৯৬.৬৮	৫৭৮.৩৬	১৮.৩২
১৯৯৬-৯৭	৫৬০.৬৮	৫৮.০৫	৬১৮.৭৩	৬০১.৭৩	১৭.০০

উৎস : অর্থ অধিশাখা, বিপিএটিসি, সাভার ঢাকা।

২২ Anisuzzaman, M. et. al. : Bangladesh Public Administration Training Center Phase-II Project : An Evaluation. BPATC, Savar, Dhaka, 1990, P. iii.

২৩. ibid.

২.২ উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নে বিপিএটিসি প্রকল্পের ফলপ্রসূতা

সমাপ্তির পর ১৯৯০ সালে পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, বিপিএটিসি প্রকল্পটি ব্যয়-ফলপ্রসূ (cost-effective) হিসেবে বিবেচিত হয়েছে^{২২}। আইএমইডি'র মূল্যায়নে দেখা গেছে, সম্ভরণ-উৎপাদ (input-output) পর্যায়ে প্রকল্পের উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে^{২৩}। তবে ফলাফল/প্রতিক্রিয়া (effect) পর্যায়ে তা কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে, সেটাই সবচেয়ে বেশি বিবেচ্য বিষয়। আইএমইডি'র মূল্যায়ন অনুসারে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা পরিপূর্ণভাবে অর্জিত হয়নি (সারণি ২)।

সারণি-২ : বিপিএটিসি দ্বিতীয় পর্যায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১৯৮০-১৯৯০

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	পিপি অনুযায়ী কাজের অংশের নাম	একক	এপ্রিল' পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		মন্তব্য
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি (লক্ষ্যমাত্রার %)	
১	জমি অধিগ্রহণ	একর	৫৪.২৬	১০০%	
২	জমি উন্নয়ন	একর	৫৪.২৬	১০০%	
৩	পূর্ত নির্মাণ	-	-	১০০%	
৪	আসপাবপত্র	-	১৬২.৪৫(লক্ষ টাকা)	১০০%	
৫	পুকুর ও সাময়িকী	-	১৬৩.৮৭ (লক্ষ টাকা)	১০০%	
৬	যন্ত্রপাতি		১০৬.২১(লক্ষ টাকা)	১০০%	
৭	বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বিদ্যুতায়ন (বাউভারি লাইট)		৩৭৬.৭৭(লক্ষ টাকা)	১০০%	
৮	বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পানি (সাপ্লাই ও সেনিটেশন)		২৩৯.৩৪(লক্ষ টাকা)	১০০%	
৯	গ্যাস লাইন সংযোগ		২০.০০(লক্ষ টাকা)	১০০%	
১০	খেলা মাঠ উন্নয়ন/ টেনিসকোর্ট/বাসকেট বল, ফুটবল		৩১.০০(লক্ষ টাকা)	১০০%	
১১	ফেলোশীপ	প্রমাস	৩১৭	২৫৫(৬৭%)	

উৎস : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার : বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দ্বিতীয় পর্যায় (সংশোধিত) প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা- ১৯৯৭, পৃ-২।

(বাকী অংশ পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।)